কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ঃ খাদ্য ও কৃষি

Kautilya's Arthashastra : Food and Agriculture

(পূর্ব প্রকাশের পর)

শ্রী মনোরঞ্জন দে, (ঢাকা)

কৌটিল্য তার অর্থশাস্ত্রে খাদ্য ও কৃষি সম্পর্কে একেবারে কোন পৃথক অধ্যায় লিখেন নাই। তার অর্থশাস্ত্র-এর "জনপদ" (Janapada) অধ্যায়টি গভীরভাবে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে কৌটিল্য "জনপদ" বা বর্তমান যুগে কথিত আদর্শ গ্রামের কাঠামো কেমন হওয়া উচিত তাহা আলোচনা করিতে গিয়া কৃষিউন্নয়ন নীতির উপরও গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখিয়াছেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ও রক্ষার জন্য বিরাট সেনাবাহিনীর অস্তিত্ব ছিল। এইরূপ সেনাবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য অধিকতর খাদ্যদ্রব্য ও অর্থের প্রয়োজন দেখা দেয়। অন্যদিকে জনসংখ্যাবৃদ্ধির জন্যও প্রচুর খাদ্যশস্যের চাহিদা সৃষ্টি হয়। একদিকে খাদ্যশস্য এবং অন্যদিকে ভূমিরাজস্ব বৃদ্ধির স্বার্থে তৎকালীন যুগে ক্রমাগত বেশী পরিমাণে জমি চাষাবাদের আওতায় আনার প্রয়োজন দেখা দেয়। যেহেতু "গোপ" শ্রেণীর কর্মচারীরা গ্রামাঞ্চলের সমস্ত তথ্য সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করিত সেহেতু রাষ্ট্রের পক্ষে তৎকালীন সময়ে পরিকল্পিত উপায়ে কোন-ধরণের জমি কি পরিমাণে কোন সময়ের মধ্যে চাষাবাদের আওতায় আনা সম্ভব হইবে তাহা অতি সহজে নির্ধারণ করা সম্ভব হইত। সাধারণত যেসব অনাবাদী জমি চাষাবাদের আওতায় আনার পরিকল্পনা করা হইত উহার কাছাকাছি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও ব্যবস্থায় নূতন গ্রাম বা "জনপদ" সৃষ্টি করা হইত। কৌটিল্য এইসব "জনপদে" দেশের অন্যান্য স্থান হইতে কৃষিকাজে অভ্যস্ত কঠোর পরিশ্রমী লোকদের পুণর্বাসনের সুপারিশ করেন। কেননা নূতন জমির উন্নয়ন ও উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের জন্য কঠোর পরিশ্রমী লোক দরকার। সুতরাং দেখা যায় ভূমির উন্নয়ন ও শক্তি বৃদ্ধি এবং সার্বোপরি কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির স্বার্থে দেশের বিভিন্ন স্থান হইতে নূতন জনপদে লোকের অবাধ স্থানান্তর কৌটিল্য অনুমোদন করেন নাই। কৃষির উন্নয়নের স্বার্থে তিনি এক্ষেত্রে নির্বাচনমূলক নীতি (Selective policy) অনুসরণের সুপারিশ করেন। এইভাবে দেশের যে সব স্থানে পরিশ্রমী চাষীর অভাব নাই সেখান হইতে নূতন 'জনপদে" তাহাদের একাংশের স্থানান্তর কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রভূত সহায়তা করে।

কৌটিল্য গ্রামীণ উন্নয়ন তথা কৃষির উন্নয়নের জন্য নূতন নূতন জনপদ সৃষ্টির সুপারিশ করিলেও তাহা শর্তহীনভাবে করেন নাই। তিনি আদর্শ "জনপদ" (যাহা বর্তমান যুগের কথিত আদর্শ গ্রামের সাথে তুলনীয়) প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন। তিনি নূতন কোন জনপদে ১০০ হইতে ৫০০ পর্যন্ত কৃষি পরিবার পুনর্বাসনের সুপারিশ করেন। এই ধরণের "জনপদ" এর প্রতিটির জন্য সুনির্দিষ্ট বাউণ্ডারী

(boundary) ছিল যাহাতে এক জনপদ হইতে অন্য জনপদকে পৃথক করা যায়। কৃষিকাজের জন্য কঠোর পরিশ্রমী অথচ চাষাবাদের জমি নাই—এমন সব লোককে এইসব জনপদে বসতি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে নির্বাচন করা হইত। এই ব্যবস্থা অনেকটা আধুনিক যুগে ভূমিহীন কৃষকদেরকে বসতি ও চাষাবাদের জন্য জমি প্রদানের মতই ছিল। নুতন জনপদে অন্যান্য পেশাজীবি মানুষ যাহাতে বসতি স্থাপনে আগ্রহী হয় সেজন্য তাহাদেরকেও রাষ্ট্র বসতবাড়ী নির্মাণের জন্য বিনামূল্যে জমি প্রদান করিত। তবে তাহারা এই জমি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিতে পারিত না। কেননা দেশের সমস্ত জমির মালিকানার একমাত্র বৈধ প্রতিষ্ঠান ছিল রাষ্ট্র। রাষ্ট্র নুতন জনপদ গুলির উন্নয়নের সাথে হিসাবরক্ষক, তত্বাবধায়ক গোপ, পশু চিকিৎসক, ডাক্তার ইত্যাদি পেশার লোকজন নিয়োগ করিত। তাহারা রাষ্ট্র হইতে নগদ অর্থের আকারে বেতন ও ভাতাদি গ্রহণ করিতেন। সাধারণত এইসব পদে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার দেওয়া হইত। তাহারা নুতন জনপদগুলিতে বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করিত।

এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক নয় যে, নুতন জনপদে অনেক সময় সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকেও নিয়োগ করা হইত। তাহারা যাহাতে প্রাথমিক পর্যায়ে অনুন্নত এই সব জনপদে কাজ করিতে আগ্রহী হয় সে জন্য কৌটিল্য তাহাদের বেতন ও ভাতার উপর বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করেন। বর্তমান যুগে অনেক দেশে অনুন্নত অঞ্চলে কাজ করার ব্যাপারে কর্মচারী এবং কর্মকর্তাদের উৎসাহিত করার জন্য অনেক দেশে অতিরিক্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধা প্রদানের প্রথা প্রচলন করা হইয়াছে। পাঠক! ভাবিয়া দেখুন প্রায় চার হাজার বছর পূর্বে কৌটিল্য দেশের অনুন্নত অঞ্চলে কাজ করার ব্যাপারে সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাদের মানসিকতার দিকটি কত সচেতনতার সাথে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং উহার সমাধানের জন্য অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদানের সুপারিশ করিতে সক্ষম হন। কৌটিল্যের সময় এই অতিরিক্ত আর্থিক সুবিধা প্রদান ছাড়াও যে সব কর্মচারী ও কর্মকর্তা নুতন জনপদে স্বেচ্ছায় কাজ করিতে আগ্রহী হইত ভবিষ্যৎ পদোন্নতির ক্ষেত্রে তাহাদের অগ্রাধিকার প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়। গ্রামীণ অর্থনৈতিক উন্নয়নে এইভাবে কাজ করিতে আগ্রহী কর্মচারী ও কর্মকর্তার তাই অভাব পড়িত না। অথচ আমাদের মত দেশগুলিতে গ্রামাঞ্চলের উন্নয়নের ব্যাপারে কাজ করিতে অনেক সরকারী কর্মচারী ও কর্মকর্তাকে অনাগ্রহী দেখা যায়। চাকুরী রক্ষার জন্য অনেক কর্মচারী ও কর্মকর্তা গ্রামাঞ্চলে অবস্থান করিলেও গ্রামের কৃষিসহ অন্যান্য বিষয়ের উন্নয়নের জন্য তেমন একটা গরজ দেখান না। আমলাতান্ত্রিক মনোভাব, গ্রামের মানুষের সাথে একাত্ম হওয়ার মনোভাবের অভাব ইত্যাদি এই অবস্থার জন্য দায়ী। এক্ষেত্রে কৌটিল্যের যুগে অনুসৃত নীতি অনুসরণ করা হইলে সুফল পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বলিয়া মনে হয়।

কৃষির উন্নয়নের জন্য কৌটিল্যের সময় চাষাবাদের জমি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল: (১) রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় জমি এবং (২) বেসরকারী জমি। প্রতিটি রাষ্ট্রীয় খামারে চাষাবাদের সমস্ত দিকের তত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একজন সুশিক্ষিত এবং কৃষিবিজ্ঞানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কৃষি পরিচালক (Director of Agriculture) তৎকালীন সময়ে নিযুক্ত করা হইত। তিনি বিভিন্ন শস্য,

ও ফল-মূলের বীজ সঠিক সময়ে বিভিন্ন স্থান হইতে সংগ্রহ করিতেন এবং রাষ্ট্রীয় খামার উত্তমভাবে চাষ করার পর ঐগুলির বীজ বপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিতেন। কৃষি উৎপাদনের ধারা অবিচ্ছিন্নভাবে বজায় রাখার জন্য তৎকালীন সময়ে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃষি উপকরণের যোগান পর্যাপ্তভাবে রাখার ব্যবস্থা ছিল। গ্রামাঞ্চলের কামার, প্রয়োজন অনুপাতে লাঙ্গল সরবরাহ করিত। ঝুড়ি নির্মাণকারীরা বীজ এবং আনুসঙ্গিক কৃষি উপকরণ আনা-নেওয়ার ব্যাপারে ব্যবহার্য ঝুড়ি পর্যাপ্ত সংখ্যায় তৈরী করিত। এইভাবে, রাষ্ট্রীয়ভাবে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণীর কারিগর কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্ন উপাদানের সরবরাহ সঠিক সময়ে পর্যাপ্ত পরিমাণে করিত। ফলে উৎপাদন ব্যবস্থা অনেকটা স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে চলার মত অবস্থা বর্তমান ছিল। উৎপাদন ক্ষেত্রে কৃষি উপকরণের অনিয়মিত সরবরাহ দেখা দিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তাদেরকে দায়ী করা হইত। এক্ষেত্রে সামান্য অবহেলার জন্য জরিমানার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। গুরুতর অবহেলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী বা কর্মকর্তাদেরকে চাকুরী হইতে বরখাস্ত সহ জেলে পাঠানো হইত। যে সব কর্মচারী ও কর্মকর্তার ক্ষেত্রে উৎপাদনে অসহযোগীতার অভিযোগ পাওয়া যাইত যথাযথ তদন্ত সাপেক্ষে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শাস্তির ব্যবস্থা করা হইত। তাহাদের নাম রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের কালোখাতায় অন্তর্ভুক্ত করা হইত এবং ভবিষ্যৎ পদোন্নতির বেলায় তাহাদের বিবেচনা করা হইত না। এইসব ব্যবস্থা থাকায় কৃষি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও কর্মকর্তারা নিজেদের কাজে কদাচিৎ গাফিলতি দেখানোর সাহস পাইত। এইভাবে রাষ্ট্রীয় খামারে কৌটিল্যের সময় প্রচুর কৃষিপণ্য উৎপাদিত হইত।

অন্যদিকে বেসরকারী খামারে উৎপাদন যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে চাষীদেরকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কৃষি উপকরণ কম মূল্যে সরবরাহ করা হইত। কৃষি উৎপাদন সার্বিকভাবে বৃদ্ধি করার স্বার্থে এই সুবিধা রাষ্ট্র কর্তৃক বেসরকারী খামারগুলিকেও প্রদান করা হইত। ফলে তৎকালীন যুগে উভয় ধরণের খামারের উৎপাদন দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। সমস্ত ভূমির উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকায় বেসরকারী খামার বলিতে তৎকালীন সময়ে রাষ্ট্র কর্তৃক বেসরকারী ব্যক্তিগণকে চাষাবাদের জন্য ইজারায় প্রদত্ত জমি বুঝায়।

কৌটিল্য শুধু কৃষি পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপরই গুরুত্ব দেন নাই উৎপাদিত কৃষি পণ্যের সুষ্ঠু বাজারজাত করণের জন্য উহাদের বাছাই, মানোন্নয়ন, গুদামজাতকরণ ইত্যাদির উপর জোর দিয়াছিলেন। বেসরকারী পর্যায়ে উৎপাদিত ফসলের একাংশ সরকার কর হিসাবে আদায় করিতেন। আবার যে সব ব্যক্তির উদ্বৃত্ত ফসল থাকিত তাহা নির্ধারিত মূল্যে রাষ্ট্রের নিকট বিক্রয় করিতে তাহারা বাধ্য থাকিত। এইভাবে সরকার নিজস্ব খামারে উৎপাদিত পণ্য এবং বেসরকারী খামারের উৎপাদিত বিভিন্ন পণ্যের এক উল্লেখযোগ্য অংশ সংগ্রহ করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে রাষ্ট্রীয় গুদামসমূহে সংরক্ষণ করিত। এই সংরক্ষিত খাদ্যশস্যের সাহায্যে রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধকালীন অতিরিক্ত চাহিদা মিটানোসহ যে কোন জরুরী অবস্থা মিটানো সম্ভব ছিল। পরিকল্পিত উপায়ে কৃষিপণ্যের উৎপাদন এবং উহার একাংশের মাধ্যমে বাফার ষ্টক গড়িয়া তোলার যে নীতি কৌটিল্যের যুগে রাষ্ট্র অনুসরণ করিত তাহা হইতে তৃতীয় বিশ্বের বহু খাদ্য প্রপীড়িত দেশগুলির উল্লেখযোগ্য শিক্ষনীয় বিষয় আছে।

কৌটিল্য কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য তৎকালীন সময়ে প্রাপ্ত কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহারের পাশাপাশি উহার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি লৌহ নির্মিত বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির ব্যবহার ও উন্নয়নের জন্য গ্রামাঞ্চলে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ছোট ছোট কারখানা স্থাপনের সুপারিশ করেন। ফসল কাটার যন্ত্রপাতি, জমি উত্তমভাবে চাষাবাদের জন্য লৌহের সাহায্যে উন্নতমানের লাঙ্গল ইত্যাদি তৈরীর জন্য তিনি ঐ ধরণের কারখানা স্থাপনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এইভাবে তৎকালীন সময়ে কৃষিকাজের উপযোগী যন্ত্রপাতির অভাব

গ্রামাঞ্চলে কখনো হইত না। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য কৌটিল্য সার ব্যবহার ও জল সেচের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যে সব জায়গায় চাষাবাদের জন্য জলের অভাব ছিল সে সব স্থানে তিনি রাষ্ট্রীয় খরচে পুষ্করিণী, ইদারা, কুয়া ইত্যাদি খননের পরামর্শ দেন। আবার যে সব স্থানের কাছাকাছি নদী ছিল, সেখানে খাল কাটার মাধ্যমে জল সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে গবাদি পশুর মলমূত্র, পঁচাপাতা, আগাছা ইত্যাদির সাহায্যে সার প্রস্তুত করিয়া তাহা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হইত।